## সম্পাদক পরিচিতি

মোঃ এখলাছুর রহমান (জয়)। জন্মঃ ২০০০ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারি, মৌলভীবাজার জেলার বাহাদুরপুর গ্রামের এক মুসলিম পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। পিতা- মাওঃ ফজলুর রহমান। মাতা- নমিনা বেগম। কলেজ জীবন থেকে লেখালিখিতে তিনি বেশ আগ্রহী হয়ে পড়েন। অবসর সময়ে কবিতা লিখতে ভালোবাসেন। কবিতা, ছড়া, প্রবন্ধ লেখালিখির মাধ্যমে কবি বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেন। কবির প্রথম সম্পাদিত কাব্যগ্রন্থ "শুভ্রতার ছোঁয়া" এর পর যৌথ কাব্যগ্রন্থ "রক্তে ভেজা ফিলিস্তিন" ও নির্জনতার নীল চিঠি। এছাড়া কবির উল্লিখিত বেশ কয়েকটি যৌথ কাব্যগ্রন্থ- অভাব নামের দুটি পাখি, ফুল পাখিদের কথা, সাহিত্যের জাগরণ, শুভ্রতার ছোঁয়া, রক্তে ভেজা ফিলিস্তিন, নির্জনতার নীল চিঠি, নারীত্বের বেদনা, জুলাই এক বিদ্রোহ ইত্যাদি। তাছাড়া যে কোন প্রতিবাদ মূলক বা বিদ্রোহী কবিতা তিনি অনায়াসে লিখে যান। বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থ ছাড়াও জাতীয় পত্রিকায় অনেক লেখা প্রকাশিত হয়। কবির লেখার মাধ্যম হলো দেশ ও সমাজের উপকার করা। দেশের সকল অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ গড়ে তুলাই কবির মূল উদ্দেশ্য। দোয়া করি কবির লেখা যেন শত শত সাহিত্য প্রেমীদের অনুপ্রেরণা হয়ে থাকে। আমরা কবির উত্তরোত্তর সফলতা কামনা করছি।

# কাব্যের প্রতিচ্ছবি

সম্পাদনায়-

মোঃ এখলাছুর রহমান

কারিমা রিনথী

সার্বিক ব্যবস্থাপনায়

কবিতার কুঁড়েঘর সাহিত্য পরিষদ

ইচ্ছাশক্তি প্রকাশনী

ISBN: 978-984-29034-6-5

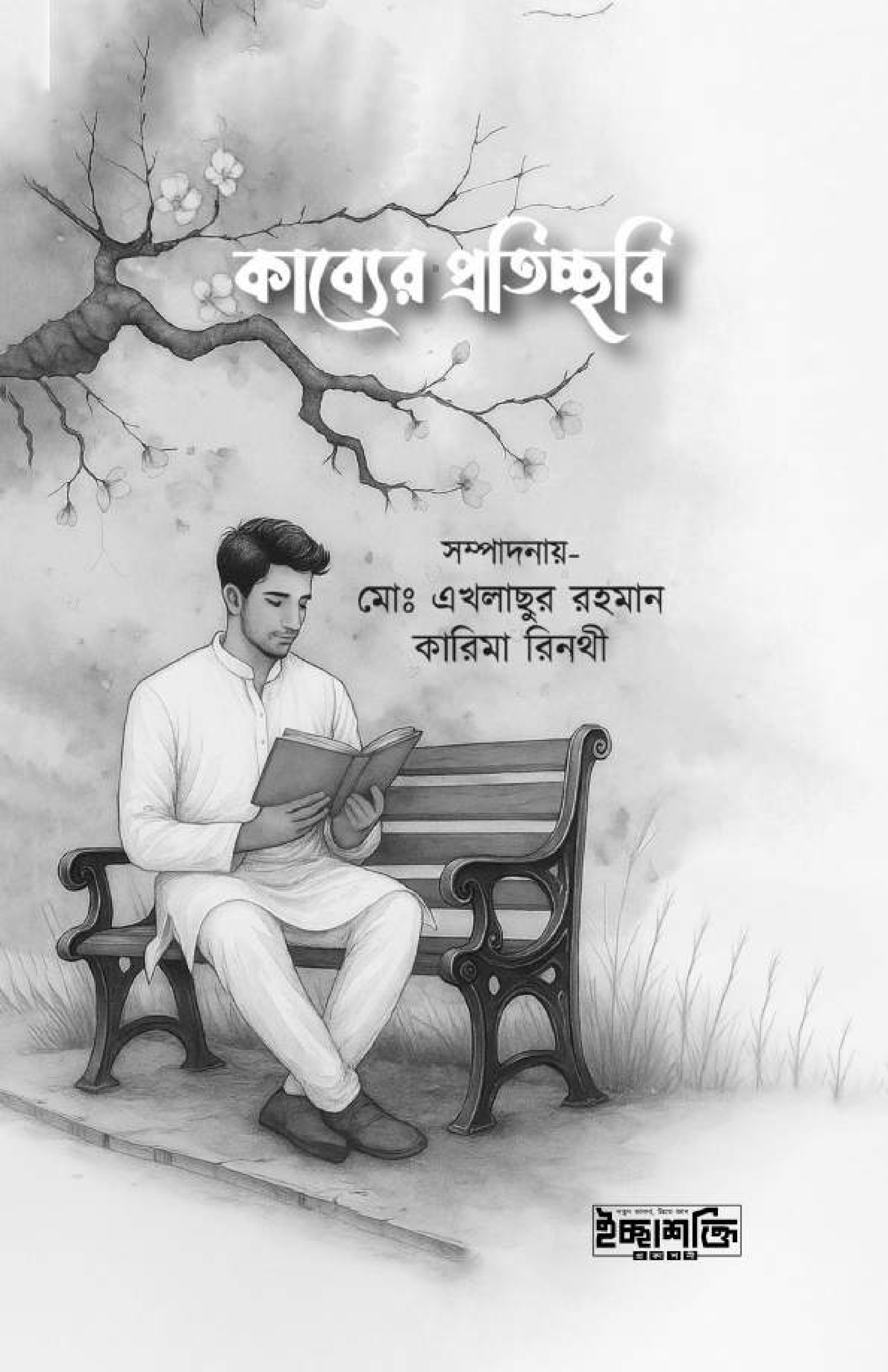

# কাব্যের প্রতিচ্ছবি

সম্পাদনায়-

মোঃ এখলাছুর রহমান

কারিমা রিনথী

ইচ্ছাশক্তি

# উৎসর্গ

যারা লেখা পড়তে এবং লিখতে ভালোবাসে
জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে কাব্যের সাথে নিজেকে
অতোপ্রোতোভাবে জড়িয়ে রাখে,
কাব্যের প্রতিচ্ছবি বইটি তাদের জন্য উৎসর্গ করলাম।

# কাব্যের প্রতিচ্ছবি

## মোঃ এখলাছুর রহমান

কাব্যের প্রতিচ্ছবি হলো একটি কবিতার মাধ্যমে প্রকাশিত বা প্রতিফলিত হওয়া জীবনের কোনো দিক, অনুভূতি বা অভিজ্ঞতা। এটা কবিতা এবং জীবনের মধ্যে একটি যোগসূত্র স্থাপন করে। একটি কবিতা জীবনের কোনো দিক বা অভিজ্ঞতার চিত্রায়ন করতে পারে, যা "কাব্যের প্রতিচ্ছবি" হিসেবে পরিচিত। সহজ ভাষায়, কবিতা হলো জীবনের প্রতিচ্ছবি। মানুষের আবেগ ভাবমূর্তির প্রকাশের বিনিময়ে একটা কবিতা রচিত হয়। যা কারো বাস্তব জীবনে প্রতিফলন ঘটে।

একটা কবিতা পাঠ করে যে আনন্দ বা অনুভূতি পাঠকের মনে সৃষ্টি হয়, সেটি কাব্যের মূল উদ্দেশ্য। কবিতা হলো এমন একটি মাধ্যম যেখানে কবিরা ভাষা, ছন্দ, এবং অন্যান্য সাহিত্যিক কৌশল ব্যবহার করে তাদের চিন্তা ও অনুভূতি প্রকাশ করেন।

আরও বিস্তারিতভাবে, "কাব্যের প্রতিচ্ছবি" শব্দটি দুটি ধারণা নিয়ে গঠিত: "কাব্য" এবং "প্রতিচ্ছবি"। "কাব্য" বলতে বোঝায় কবিতা বা সাহিত্যকর্ম, যেখানে কবি তার চিন্তা, অনুভূতি, অভিজ্ঞতা বা কল্পনার জগৎ প্রকাশ করেন। আর "প্রতিচ্ছবি" বলতে বোঝায় কোনো কিছুর প্রতিফলন বা চিত্র। সুতরাং, "কাব্যের প্রতিচ্ছবি" বলতে বোঝায় কোনো কবিতা বা সাহিত্যকর্মের মাধ্যমে জীবনের কোনো বিশেষ দিক বা ঘটনার চিত্রায়ন, যা পাঠকের মনে একটি গভীর রেখা বা অনুভূতি তৈরি করে।

# সূচিপত্র


| নাম | পৃষ্ঠা |
| --- | --- |
| মোঃ এখলাছুর রহমান | ৮ – ৯ |
| কারিমা রিনথী | ১০ |
| মোঃ আবু সাইদ খান | ১১ – ১৫ |
| এইচ.এম. জুনাইদুল ইসলাম | ১৬ – ২০ |
| উলন পাল রকি | ২১ – ৩০ |
| মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম | ৩১ – ৩২ |
| মোজাম্মিল হোসেন | ৩৩ – ৩৭ |
| এইচ আর রুবেল | ৩৮ – ৪০ |
| সারমিন আখি | ৪১ |
| অশ্রু কথন | ৪২ |
| সরকার মীনা | ৪৩ – ৪৫ |
| এইচ এম ফরমান আলী বদরী | ৪৬ – ৪৮ |
| মো. আকবর হোসেন | ৪৯ – ৫৪ |
| মৃণাল মল্লিক | ৫৫ – ৫৭ |
| আব্দুল মালিক জহির | ৫৮ – ৬০ |
| ফারজানা অধরা | ৬১ – ৬৩ |
| তবাস্মী তানজুম ঐন্দ্রি | ৬৪ – ৬৬ |
| ফজলে এলাহী রাকিব | ৬৭ – ৬৮ |
| লিটন দত্ত | ৬৯ – ৭৩ |
| রাহিমা রহমান জুঁই | ৭৪ – ৭৬ |
| মোঃ তোফাজ্জল হোসেন শান্ত | ৭৭ – ৭৯ |
| বাইস কাদির | ৮০ – ৮১ |
| আয়েশা মুনতাহা বৃষ্টি (মোল্লা) | ৮২ – ৮৬ |
| মারিয়া জান্নাত রূপা | ৮৭ - ৮৮ |
| আব্দুল হালিম ইবনে জালাল | ৮৯ – ৯৩ |
| মোছাঃ আছিয়া আক্তার আছমা | ৯৪ |
| নাইম আজহারী | ৯৫ – ৯৬ |

# সত্য পথে চলবো

## মোঃ এখলাছুর রহমান

দুই দিনেরই দুনিয়াতে
যত দিনই থাকবো,
হালাল পথে নিজকে সদা
আঁকরে ধরে রাখবো।

সত্য সঠিকপথে চললে
ধরায় শান্তি আসে,
বিপদ-আপদ সবকিছুতেই
রবকে পাব পাশে।

কারো ভয়ে থামবে না তো
উচিত কথা বলা,
দ্বীন ইসলামের পক্ষে সদা
থাকবে উঁচু গলা।

অসৎপথে জীবনটাকে
রাখবোনা আর গড়ে,
প্রভুর হুকুম মেনে চললে
বিপদ নাহি পড়ে।

ক্ষমা করো ওগো প্রভু
দিও ডাকে সাড়া,
দোজাহানে পার পাব না
তোমার রহম ছাড়া।

# হারানো শৈশব

এইচ.এম. জুনাইদুল ইসলাম

ফিরে দেখা সেই দিন, ধুলো মাখা উঠোন,
স্মৃতিরা উঁকি দেয়, করে আজ রোদন।
শৈশবের দুরন্তপনা, ছিল না কোনো ভয়,
খেলার ছলে কাটতো দিন, ছিল মহা জয়।

পুকুর ঘাটের গোসল, লুকোচুরির খেলা,
আজও যেন মনে পড়ে, মধুর সেই বেলা।
মাঠের সবুজ ঘাস, প্রজাপতি ধরা,
ফুরিয়ে গেছে সেই, স্বপ্ন মাখা ধরা।

দাদীমার গল্প শোনা, ভূতের ভয় নিয়ে,
ঘুমিয়ে পড়া বুকে, দু-চোখ ভরে প্রিয়ে।
কাঁচা আমের দিন, জামরুলের স্বাদ,
কোথায় হারালো আজ, মধুর সে আস্বাদ?

বিদ্যালয়ের সেই ছুটি, বন্ধুর মুখ হাসি,
মনটা উড়াল দেয়, হয়ে যায় উদাসী।
হারিয়ে গেছে সব, ফিরে আসে না আর,
স্মৃতি হয়ে রয়ে গেছে, জীবনের উপহার।

টিফিনের পয়সায়, কত হাসি কেনা ছিল,
আজকের এই ছুটে চলা, সে জীবন নিলো।
কোথায় সে সরলতা, নিছক ভালো থাকা,
শৈশব আজ শুধু, দূর কোনো ছবি আঁকা।

# কাব্যিক কথামালা

উলন পাল রকি

শব্দেরা খেলে রংতুলির মতো,
ছায়ায় ছায়ায় আঁকে একতা,
উষার কণ্ঠে গুঞ্জরে তারা—
"এই তো কাব্য, এই তো কথা!"

তুলি নয়, কলমে ছোঁয়া,
অক্ষরেরা পায় চাঁদের ধোয়া,
মেঘের কণিকা, শিশিরের ধ্বনি,
শব্দে বাজে অনন্ত রাগিণী।

রাত জেগে জোনাকিদের মতো
ভাষা খোঁজে চির নীলছায়া,
ছন্দেরা ঝরে, অলংকার বয়,
প্রতিটি বাক্যে হৃদয়ের মায়া।

উচ্চারণে ঝংকার তোলে
ভোরের প্রথম পাখির গান,
কাব্যিক কথামালায় বাঁধা
জীবনের অনুচ্চিত বেদনা-কথন।

এই তো কবিতা—মনের আকাশে
উড়তে থাকা শব্দ-প্রজাপতি,
একেকটি কথা যেন দীপ্ত তারা,
আলো ছড়ায় মৌন অনুরক্তি।

# হঠাৎ বদলে গেলে

## মোজাম্মিল হোসেন

স্বপ্ন আমার ছিল গো তোমায়
নিয়ে যাব বহুদূরে,
সে আর হলো না কষ্ট দিলে
তুমি আগেই মোরে।

কী দোষ ছিল আমার কেন
এত কষ্ট আমায় দিলে,
হঠাৎ বদলে গেলে আগে তুমি
এমন নাহি ছিলে।

তুমি ছিলে কালনাগিনী বিযাক্ত
ছিলে তুমি বিষে,
আমারই ভুল হয়েছে পিরিত
করেছি তোমার সাথে মিশে।

তোমায় নিয়ে স্বপ্ন দেখা
করে দিলাম বন্ধ,
আজকাল আমি মনের সুখে
লিখি নানান ছন্দ।

# আমার গ্রাম

## এইচ আর রুবেল

আমার গ্রামে সরু পথে
স্নিগ্ধ বায়ুতে হৃদয় দোলে,
পুলকিত শস্য শ্যামলে
শান্ত শিশু মায়ের কোলে।

শিশির কণা রোজ প্রভাতে
মাড়ায় যত কৃষক জেলে,
রাখাল বালক গো-ছড়ায়ে
রাঙ্গা মাঠে হেলে দোলে।

বিকেল ঘনিয়ে খেলার মাঠে
বালকেরা খেলা করে,
কানামাছি আর গোল্লাছুটে
কত হাসি বদন প্রাণে।

সন্ধ্যে বেলায় ঝিঁঝিঁ পোঁকায়
শান শান শব্দের জিকির বুনে,
কুপি বাতির মিট মিট প্রকাশে
আহা শান্তি, বয়াতির গানে।

অমন শান্তি নাইরে কোথাও
যেথায় আমার শৈশব খেলে,
ধূলি মাখা স্মৃতি জড়ানো
আমার প্রাণ আমার গ্রামে।

# নিয়তির খেলা
## মৃণাল মল্লিক

লেখায় নেই ছন্দ আমার
কলমে নেই জীবনীশক্তি।
চিত্ত আমার চেতনাশূন্য
শরীর আমার অসার প্রায়।

নিভে যাচ্ছে কলমের প্রদীপ
ডুবে যাচ্ছে রবির আলো।
স্বর্গের দূত কড়া নাড়ছে
দরজায় আমার তন্দ্রা ঘরে।

নিয়তির ডোরে কারাবন্দী
চলছে জীবন টানা ছেঁড়া।
আসবে যেদিন ওপারে ডাক
প্রস্তুত আমি দিতে সারা।

হাসিমুখে করবো বরণ
মনে নেই কোন দুঃখ আমার।
সময় মত যেতে প্রস্তুত
আর দিও না কষ্ট আমায়।

ইচ্ছাশক্তি প্রকাশনী

Website: www.ichchashakti.com